দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 17 AUG 201[illegible]
পৃষ্ঠা ২০ ... ৩

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটেনের আল-ইসলাহসহ ইসলামী সংগঠনগুলোর অভিনন্দন

☐ ইনকিলাব রিপোর্ট : বাংলাদেশে একটি এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিগত অনুমোদন দানের জন্য সরকার ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছে গ্রেট বৃটেনের আঞ্জুমানে আল ইসলাহসহ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন। গত ৯ আগস্ট আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউকে-এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, সহসভাপতি মুফতী মাওলানা ইলিয়াস হোসাইন, সেক্রেটারী মোহাম্মদ- খুরশিদুল হক, লতীফিয়া ক্বারী সোসাইটি ইউকে-এর সভাপতি,

পৃঃ ১৫ কঃ ১৫

ব্রিটেনের আল-ইসলাহসহ

২০-এর পৃষ্ঠার পর

মাওলানা ফখরুল হাসান, সেক্রেটারী মাওলানা আশরাফুর রহমান; লতীফিয়া ওলামা সোসাইটি ইউকে-এর সভাপতি মাওলানা নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাওলানা সিদ্দীকুর রহমান, ট্রেজারার মাওলানা আবদুল আউয়াল হেলাল এবং দারুল হাদীস লতিফিয়া কামিল মাদরাসা (লন্ডন)-এর প্রিন্সিপাল মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী, ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা আবদুল কাহহার ও মুহাদ্দিস মাওলানা শিহাব উদ্দীন প্রমুখ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, দেশে একটি ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী প্রায় শত বছরের। এ দাবী দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ ইসলামী জনতার। পীর সাহেব ফুলতলী এ দাবী আদায়ের জন্য লং মার্চ করে গেছেন, ছারছীনার মরহুম পীর সাহেব এদাবীতে বরাবর সোচ্চার ছিলেন, দেশের অন্যান্য পীর-মাশায়েখ, হক্কানী উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও ইসলামী জনতার প্রাণের দাবী ছিল ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, হযরত মাওলানা এম এ মান্নান (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মাধ্যমে এ জন্য পরিচালনা করে গেছেন অব্যাহত আন্দোলন। অবশেষে উক্ত জমিয়াতের বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীন। সিনিয়র সহ সভাপতি মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান, মহাসচিব মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত ও সকলের সমর্থনধন্য এ দুর্বার আন্দোলনের ফলে স্বপ্নের ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে জেনে তারা আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করেন এবং এ সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদসহ বর্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানান। সেই সাথে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে সকল মনীষীর অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ এবং জমিয়াত সভাপতি ও ইনকিলাব সম্পাদক আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনসহ সকল নেতাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান ইউকে নেতৃবৃন্দ।

ঘোষণা ও আইনের পর্যায় থেকে অবিলম্বে সরেজমিনে ও বাস্তবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার উপকণ্ঠে এই সরকারের আমলেই যেন প্রতিষ্ঠা করা হয়, তারও জোর দাবি জানান তারা।